চতুর্দশ দার্‌স
তাঁর কিছু মু'জিযাঃ

الدرس الرابع عشر
من معجزاته ﷺ

তাঁর সব চাইতে বড় মু'জিযা কুরআন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং যা আরবি সাহিত্যের বড় বড় পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের অপারগ করে দিয়েছে।আল্লাহ সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ ১০টি সূরা অথবা ১টি সূরা বা অন্ততঃপক্ষে ১টি আয়াত রচনা করে আনো।মুশরিকরা কুরআনের মু'জেযা স্বচক্ষে দেখেছে।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মু'জেযার মধ্যে হলো, মুশরিকরা একবার তাঁকে একটি নিদর্শন দেখানোর কথা বললে তিনি চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়াকে দেখান। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অনেক বার তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি উৎসারিত হয়েছে। তাঁর হাতে পাথর তাসবীহ পাঠ করেছে। অতঃপর আবূ বাকার,উমার ও উসমানের হাতে সে পাথর তিনি রেখে দিলে তাঁদের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছে। আহার করাকালীন খাবার তাঁর কাছে তাসবীহ পাঠ করতো এবং এর ধ্বনি সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পেতেন। পাথর ও গাছ পালা তাঁকে সালাম করেছে। এক ইয়াহুদী নারী রাসূলকে বিষপানে হত্যা করার জন্য ছাগলের এক বিষ মাখা রানের গোশ্‌ত খেতে দিলে সে রান রাসূলের সাথে কথা বলেছে।একবার এক বেদুঈন তাঁকে একটি নিদর্শন দেখাতে বললে তিনি একটি গাছকে নির্দেশ দিলে রাসূলের কাছে চলে আসে। আবার নির্দেশ দিলে যথাস্থানে চলে যায়।এক দুগ্ধবিহীন ছাগলের স্তনে হাত মুবারাক স্পর্শ করায় দুগ্ধ আসে। তিনি তা দোহন করে নিজেও পান করেন এবং আবূ বাকারকেও পান করতে দেন। আলী ইবনে আবূ তালিবের ব্যথিত চোখে তিনি থুথু লাগিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভাল হয়ে যায়। এক সাহাবীর পা আহত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাত বুলিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে যায়। আনাস ইবনে মালিকের জন্য সুদীর্ঘায়ু, স্বচ্ছলতা এবং সন্তান-সন্ততি বেশী হওয়ার জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাঁর এসব জিনিসে এত বরকত দান করেন যে, তাঁর ১২০জন সন্তান জন্ম নেয়; তাঁর খেজুর গাছ বছরে দু'বার ফল দিতে লাগে ,অথচ এ কথা সুবিদিত যে খেজুর গাছে বছরে এক বারই ফল আসে। আর তিনি ১২০ বছর বয়স পেয়ে ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামদের একজন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে অনাবৃষ্টি ও খরার অভিযোগ করলে তিনি মিম্বার থেকেই দুআর জন্য হাত উঠালেন। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। হঠাৎ পর্বত সম মেঘ ছেয়ে যায় এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত মুষল ধারায় বৃষ্টি হয়। ফলে আবার অতিবৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। রাসূলুল্লাহ -ﷺ-দুআ করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ রৌদ্রের মাঝে বের হয়ে গেলো। একটি ছাগল ও এক 'সাআ' (আড়াই কিলো গ্রাম) যব দিয়ে এক হাজার পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে খাওয়ান। সকলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যান, কিন্তু খাবার সামান্যও কম হয় নি। অনুরূপভাবে অল্প খেজুর দিয়ে পরিখা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ান, যে খেজুর বাশির ইবনে সা'দের কন্যা তার পিতা ও মামার জন্য এনে ছিলো। আবূ হুরাইরার স্বল্প খাদ্য দ্বারা পরিখা যুদ্ধের মুজাহিদগণকে পেট ভরে খাওয়ান।তাঁকে (রাসূলকে) হত্যা করার জন্য অপেক্ষারত এক শ'জন কুরাইশী ব্যক্তির মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দিলে কেউ তাঁকে দেখতে সক্ষম হয় নি। তিনি তাদের নাকের ডগায় চলে গেলেন। সুরাক্বা ইবনে মালেক তাঁকে হত্যা করার জন্যে পিছু ধাওয়া করে। যখন সে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তিনি তার জন্য বদ্দুআ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে ঢুকে যায়।